বাংলাদেশের নারী কারুশিল্পী ও উৎপাদকদের ক্ষমতায়ন ও সহাবস্থান তৈরীতে "জেন্ডার ইক্যুইটি অ্যাওয়ারনেস ট্রেনিং ইন ফেয়ার-ট্রেড আর্টিসান গ্রুপ' প্রকল্পটি অগ্রগামী ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে "ফেয়ার-ট্রেড আর্টিসান গ্রুপে জেন্ডার ইক্যুইটি সচেতনতা প্রশিক্ষণ" প্রকল্পটি জেন্ডার সমতা এবং নিরাপদ কর্মক্ষেত্র প্রচারের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ প্রশিক্ষণ প্রকল্পটি কারুশিল্পী ও উৎপাদক গোষ্ঠীর মধ্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সহাবস্থান, হয়রানি, অধিকার, নায্যতাকে যেমন বুঝতে সাহায্য করছে, তেমনি ন্যায্য-বাণিজ্য নীতিগুলিকেও প্রতিফলিত করে। প্রকল্পটি ছয়টি ন্যায্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কারুশিল্পীদের লক্ষ্য করে কাজ করছে। এই ছয়টি প্রতিষ্ঠান হলো, আর্টিসান হাট, কুমুদিনি হ্যান্ডিক্র্যাফটস, কোর দ্য জুটস ওয়ার্কস, থানাপাড়া সোয়ালোজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, প্রকৃতি এবং ডিউ ক্রাফটস। বিশেষত নারী কারুশিল্পীদের উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে ১০০০ জনেরও বেশি কারুশিল্পী প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে। প্রকল্পটি ক্রিশিয়ান এইড ইউকে ও বাংলাদেশ এবং পিপল ট্রি ফাউন্ডেশন ইউকে ও জাপান এর অর্থায়নে ডেভেলপমেন্ট হুইল ডিউ বাস্তবায়ন করছে।

ডেভেলপমেন্ট হুইল (ডিউ) একটি জাতীয় পর্যায়ের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন (এনজিও), যা এদেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক উৎপাদকদের জীবনমানের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও একটি সমতা ও নায্যতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। ডিউ এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদের বিকাশ ও উন্নয়ন , নারী নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রকল্পটির দুটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে: প্রথমত, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্য কমাতে একতা ফেয়ারট্রেড ফোরাম এবং এর সদস্য সংস্থাগুলির মধ্য-পর্যায়ের ব্যস্থাপনারকর্মীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং দ্বিতীয়ত, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য হ্রাস করে কারুশিল্পীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

এই উদ্দেশ্যগুলি অর্জন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এরই মধ্যে, মধ্য-পর্যায়ের ব্যবস্থাপনাকর্মী ও কারুশিল্পীদের জেন্ডার সমতা বিষয়ক এবং সক্ষমতা-নির্মাণ সহায়তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও লিঙ্গীয় সমতা সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। প্রকল্প কার্যক্রম হিসেবে ইতোমধ্যে পার্টনার অ্যাসেসমেন্ট ভিসিট, মধ্য-পর্যায়ের ব্যবস্থাপকের জন্য জেন্ডার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসহ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, পিয়ার-গ্রুপ প্রশিক্ষণ, টপ লেভেল পার্টনার কমিটির সাথে মিটিং, এবং চূড়ান্ত বাজেট পর্যালোচনা সভা এবং ইংরেজিতে ও বাংলায় জেন্ডার ইক্যুইটি মডিউলের তৈরি ও বন্টন সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নারী কারুশিল্পীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করার পাশাপাশি, নেতৃত্বে ভূমিকা গ্রহণের জন্য তাদের ক্ষমতা তৈরিতে উৎসাহিত করা এবং তাদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করাসহ আনুসাঙ্গিক কাজগুলো চালিয়ে যেতে প্রকল্প দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষত প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে ফেস-টু-ফেস ও ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ, বেসলাইন সমীক্ষা, সচেতনতা সেশন এবং মূল্যায়ন পরিদর্শনগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে প্রকল্পদল আশা ব্যক্ত করছে।

এই প্রকল্পটির কিছু লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যগুলো জেন্ডার-সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে ফেয়ারট্রেড সংস্থাগুলোর কাজের ধরণ, তাদের কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা এবং বৈষম্যের ঝুঁকি কমানোর বিভিন্ন পর্যায় মূল্যায়ন করা এবং জেন্ডার সমতা, নায্যতা, নিশ্চিত করার জন্য পার্টনার সংস্থাগুলির সক্ষমতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা ইত্যাদির রয়েছে। অন্যদিকে, এই প্রকল্পটির মাধ্যমে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী হলে, ন্যায্য বাণিজ্য নীতিকেও অনুসরণ করবে।

বর্তমানে প্রকল্পটির পি-আর দলের প্রশিক্ষণ চলছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৬টি নায্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ৯০ জন পি-আর এডুকেটরকে প্রশিক্ষিত করা হবে। যারা আবার কারুশিল্পীদের জেন্ডার সমতা ও নায্যতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এতে

করে, সকল প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মী ও কারুশিল্পীদের জেন্ডার সমতা ও নায্যতা বিষয়ক জ্ঞান তৈরী হবে। যা তারা তাদের ব্যক্তি ও কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

প্রকল্পটির ভবিষ্যত পরিকল্পনায় একটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের আয়োজন করা হবে। যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, নীতি-নীর্ধারক, শিক্ষক, নায্য বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীগণ, সাংবাদিক, দাতা সংস্থার উপস্থিতি ঘটবে। সেখানে বছরব্যাপি ঘটে যাওয়া কার্যক্রমগুলো নিয়ে আরো ব্যাপক আকারে আলোকপাত করা হবে।

প্রকল্প দল আশা করছে এই প্রকল্পটি অন্যান্য সংস্থার জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করবে এবং জেন্ডার সমতাকে উন্নীত করতে এবং নারী কারিগরদের ক্ষমতায়নের জন্য অনুরূপ উদ্যোগ নিতে তাদেরও অনুপ্রাণিত করবে।